খসড়া

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০১৮

(২০১৮ সনের ---- নং আইন)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আইনগত ভিত্তি অধিকতর শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন ও তাহাদের স্বার্থ সুরক্ষার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বের সহিত বিবেচনা করিয়া ১৯৯৯ সালে The Societies Registration Act, 1860 এর আওতায় 'জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' গঠন করা হইয়াছে;

যেহেতু জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য সরকারের বিশেষ আনুকূল্যে 'জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' কর্তৃক মূল্যবান স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হইয়াছে;

যেহেতু, অর্জিত ও অর্জিতব্য সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত একটি স্বশাসিত ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আইনগত ভিত্তি অধিকতর শক্তিশালীকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে;

যেহেতু প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে বিবেচনা করিয়া অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসাবে তাঁহাদের প্রতি বিশেষ অগ্রাধিকার বিবেচনা প্রদানের অপরিহার্যতা বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য বিশেষ বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে;
সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল, যথা ঃ-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।-(১) এই আইন জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) 'কল্যাণ' অর্থ প্রতিবন্ধীদের সামাজিক, আর্থিক ও বৈষয়িক সহায়তা;
(খ) 'চেয়ারম্যান' অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;
(গ) 'জাতীয় নির্বাহী কমিটি' অর্থ সুরক্ষা আইন এর ধারা ১৯ এর অধীন গঠিত জাতীয় নির্বাহী কমিটি;
(ঘ) 'জাতীয় সমন্বয় কমিটি' অর্থ সুরক্ষা আইন এর ধারা ১৭ এর অধীন গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটি;
(ঙ) 'তহবিল' অর্থ ধারা ১৪ এর অধীনে গঠিত তহবিল;
(চ) **'নির্ধারিত'** অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;
(ছ) **'প্রতিবন্ধী'** অর্থপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ এর ৩ ধারায় বর্ণিত প্রতিবন্ধিতা-কে বুঝাইবে।
(জ) **'প্রবিধান'** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;
(ঝ) **'ফাউন্ডেশন'** অর্থ ধারা ৪ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় প্রতিবন্ধি উন্নয়ন ফাউন্ডেশন';

(ঞ) **'বিধি'** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;
(ট) **'বোর্ড'** অর্থ ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড;
(ঠ) **'ব্যবস্থাপনা পরিচালক'** অর্থ ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক;
(ড) **'সদস্য'** অর্থ বোর্ডের কোনো সদস্য এবং চেয়ারম্যানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;
(ঢ) **'সদস্য- সচিব'** অর্থ বোর্ডের সদস্য-সচিব;
(ণ) **'সরকার'** অর্থ সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়; এবং
(ত) **'সুরক্ষা'** অর্থ সুরক্ষা আইন এর ধারা ২ এর অনুচ্ছেদ (২৭) এ সংজ্ঞায়িত সুরক্ষা;
(থ) **'সুরক্ষা আইন'** অর্থ 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন)'

৩। আইনের প্রাধান্য।- আপাততঃ কার্যকর অন্য কোন আইন, চুক্তি বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোন দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা ও উহার কার্যাবলি

৪। ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা।- (১) The Societies Registration Act, 1860 এর অধীন ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৯ তারিখের সকম/প্রতিবন্ধী/৪৮/৯৮-৪৩৩ নং স্মারক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত।

(২) ফাউন্ডেশন একটি সংবিধিবদ্ধ ও স্বশাসিত সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধান সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার এবং চুক্তি সম্পাদন করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ফাউন্ডেশন উহার নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। প্রধান কার্যালয়।- (১) ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) ফাউন্ডেশন, প্রয়োজন মনে করিলে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। ফাউন্ডেশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলি।- ফাউন্ডেশন এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ:-
(১) প্রতিবন্ধিদের জন্য সুরক্ষা আইনে বর্ণিত অধিকার, মর্যাদা, কল্যাণ, সুরক্ষা এবং সামাজিক কর্মকা- পূর্ণ অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিতকরণ;
(২) প্রতিবন্ধি ব্যক্তিগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রতিবন্ধিদের চিহ্নিত ও সনাক্তকরণের জন্য জরিপ পরিচালনা;
(৩) প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের উন্নয়ন ও কল্যাণ সংক্রান্ত সরকারি বা বেসরকারি যে কোনো কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা ও সহযোগিতা প্রদান;
(৪) প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের থেরাপি এবং রিহ্যাবিলিটেশনের সুবিধা প্রদান;
(৫) প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের সেবা ও সাহায্য সংক্রান্ত কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
(৬) প্রতিবন্ধি সংক্রান্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপন এবং উক্ত দিবসসমূহ উদযাপনে সংশ্লিষ্ট সকলকে উৎসাহিতকরণ;
(৭) প্রতিবন্ধিতার কারণ ও উক্ত কারণসমূহ নিরসন ও দূরীকরণ সংক্রান্ত গবেষণা ও উক্ত গবেষণার ফলাফলসমূহের ব্যাপক প্রচার নিশ্চিতকরণ;
(৮) প্রযোজ্যতা অনুযায়ী প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন;

(৯) প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়নের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ ও উহার সম্প্রসারণ;

(১০) গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমে প্রতিবন্ধি বিষয়ক পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(১১) প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(১২) প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের জন্য আর্থিক অনুদান ও সহায়ক উপকরণ সরবরাহসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৩) বয়স ও সময় নির্বিশেষে গুরুতর প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জন্য প্রতিবন্ধি নিবাস চালুকরণ;

(১৪) প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনগত সহায়তা প্রদান;

(১৫) বয়স নির্বিশেষে প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের শৈল্পিক বা সাংস্কৃতিক প্রতিভার বিকাশ, বিনোদন ও তথ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র এবং গণ-যোগাযোগ মাধ্যমসমূহে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৬) প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া ও শরীরচর্চা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা;

(১৭) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ;

(১৮) সুরক্ষা আইন অনুযায়ী প্রতিবন্ধিদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও উহাদের বাস্তবায়ন;

(১৯) প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের জন্য প্রণীত কর্মপরিকল্পনার সহিত সংগতিপূর্ণ অংশ বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

(২০) জাতীয় সমন্বয় কমিটি ও জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি; এবং

(২১) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পাদন করা ।

তৃতীয় অধ্যায়
পরিচালনা ও প্রশাসন

৭। **ফাউন্ডেশনের পরিচালনা** ।-(১) ফাউন্ডেশনের পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ফাউন্ডেশন যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে ।

(২) বোর্ড উহার কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নীতি অনুসরণ করিবে ।

৮। **পরিচালনা বোর্ড** ।- (১) ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর;

(গ) যুগ্ম সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;

(ঘ) যুগ্ম সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (প্রতিবন্ধিতা শাখা);

(ঙ) যুগ্ম সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(চ) যুগ্ম সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(ছ) যুগ্ম সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ;

(জ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নিউরো ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধি সুরক্ষা ট্রাষ্ট;

(ঝ) নির্বাহী সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ;

(ঞ) পরিচালক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর);

(ট) প্রতিবন্ধি ব্যক্তির কল্যাণ ও সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা, প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের সংগঠন বা স্ব-সহায়ক সংগঠন হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ন্যূনতম একজন মহিলা ও একজন প্রতিবন্ধী সদস্যসহ মোট ০২ (দুই) জন প্রতিনিধি এবং

(ঠ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন ।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঞ) এর অধীন কোনো মনোনীত সদস্য তাঁহার মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসরের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে মনোনীত কোনো সদস্য, ইচ্ছা করিলে, যে কোনো সময় চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক উহা গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পদটি শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, সরকার, মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই কোনো কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে, কোন মনোনীত সদস্যকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

৯। **বোর্ডের সভা**।-(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি তিন মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মূলতবী সভার জন্য কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) বোর্ডের সভায় সাধারণভাবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে, তবে কোনো বিষয়ে দ্বিমত দেখা দিলে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৬) ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোটাধিকার থাকিবে এবং ভোটে সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) শুধু কোনো সদস্যপদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উহার কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো আদালতে বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১০। **কমিটি, ইত্যাদি**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড উহার কার্যাবলি দক্ষতার সহিত সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য যেইরূপ সঙ্গত মনে করিবে সেইরূপ এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং কমিটির সদস্য সংখ্যা, কার্যাবলি ও কর্মপরিধি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী, কর্মচারী, ইত্যাদি

১১। **ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইত্যাদি**।- (১) ফাউন্ডেশনের একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকিবেন।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সরকারের যুগ্মসচিব/অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন কোনো কর্মকর্তার মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার বেতন, ভাতা, চাকুরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফাউন্ডেশনের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি-

(ক) বোর্ডের যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন; এবং

(খ) ফাউন্ডেশনের প্রশাসন পরিচালনা করিবেন এবং যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্যপদে নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা ব্যবস্থাপনা পরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি।-(১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ফাউন্ডেশন উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) ফাউন্ডেশনের কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

পঞ্চমঅধ্যায়
উপদেষ্টা পরিষদ

১৩। উপদেষ্টা পরিষদ।-সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে সরকারকে প্রতিবন্ধি ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান ও চলমান কাজ মূল্যায়নের জন্য পেশাজীবী, বিশেষজ্ঞ, সরকারি, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিবে।

(২) উপদেষ্টা পরিষদের কার্যপরিধি ও সভা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
ফাউন্ডেশনের তহবিল, ইত্যাদি

১৪। ফাউন্ডেশনের তহবিল।- ফাউন্ডেশনের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(খ) বেসরকারি সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;
(গ) সরকারের অনুমোদনক্রমে কোনো বিদেশী সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান;
(ঘ) ফাউন্ডেশনের সম্পত্তি বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয়; এবং
(ঙ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিল হইতে ফাউন্ডেশনের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

(৩) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোনো তফসিলি ব্যাংকে তহবিলের অর্থ জমা রাখা যাইবে।

(৪) তহবিলের অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালকএবং পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর যৌথ স্বাক্ষরে তহবিলের হিসাব পরিচালিত হইবে।

১৫। ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা।-এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ফাউন্ডেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৬। বাজেট।-ফাউন্ডেশন প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট এবং রাজস্ব বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

সপ্তম অধ্যায়

হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা, ইত্যাদি

১৭। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।-(১) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে ফাউন্ডেশন উহার অর্থ ব্যয়ের যথাযথ হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর ফাউন্ডেশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও ফাউন্ডেশনের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি ফাউন্ডেশনের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং ফাউন্ডেশনের যে কোনো সদস্য ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রত্যেক অর্থ বৎসরে একবার Bangladesh Chartered Accountants Orderf, 1973 (P.O. No. 2 of 1973 এর Article 2(1)(b)তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা ফাউন্ডেশনের হিসাব পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত হইবে।

(৫) প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্তির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ফাউন্ডেশনের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুমোদিত হইতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়
বিবিধ

১৮। বার্ষিক প্রতিবেদন।-(১) ফাউন্ডেশন প্রতি অর্থ বৎসরে উহার সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী অর্থ বৎসরের ৩১ শে জানুয়ারি এর মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনমত ফাউন্ডেশনের নিকট হইতে যে কোনো সময় উহার যে কোনো বিষয়ের উপর বিবরণী, রিটার্ন ও প্রতিবেদন আহ্বান করিতে পারিবে এবং ফাউন্ডেশন উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৯। ক্ষমতা অর্পণ।- বোর্ড এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে নির্ধারিত শর্তাধীনে, চেয়ারম্যান, কোনো সদস্য, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা ফাউন্ডেশনের অন্য কোনো কর্মচারীকে ইহার যে কোনো ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান অনুযায়ী তাহার উপর অর্পিত, উপ-ধারা (১) এর অধীন চেয়ারম্যানকে প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত, যে কোনো ক্ষমতা বোর্ডের যে কোনো কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

২০। চুক্তি।- ফাউন্ডেশন উহার দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনে যে কোনো সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিদেশী সরকার বা সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদিত হইবার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হইবে।

২১। জনসেবক।-ফাউন্ডেশনের কর্মচারীগণ তাহাদের দায়িত্ব পালনকালে Penal Code, 1860 (XLV of 1860) এর Section 21 এ Public Servant (জনসেবক) অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক বলিয়া গণ্য হইবে।

২২। নির্দেশদানে সরকারের সাধারণ ক্ষমতা।-এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সময় সময়, প্রতিবন্ধিদের কল্যাণ ও তাহাদের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন মনে করিবে সেই সকল পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ফাউন্ডেশনকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপে কোনো নির্দেশ প্রদান করা হইলে ফাউন্ডেশন উহা প্রতিপালন করিবে।

২৩। অসুবিধা দূরীকরণ।-এই আইনের কোনো বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার, এই আইনের অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

২৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা. বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৫। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।-এইআইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ফাউন্ডেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৬। অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি।-(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একটি অধিদপ্তর থাকিবে, যাহা 'প্রতিবন্ধী উন্নয়ন অধিদপ্তর' নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা 'প্রতিবন্ধী উন্নয়ন অদিধপ্তর' প্রতিষ্ঠা করিবে।

২৭। ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।-(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২৮। বিলোপ ও হেফাজত।-(১) ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে The Societies Registration Act, 1860 এর অধীনে জারিকৃত ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৯ তারিখের সকম/প্রতিবন্ধী/৪৮/৯৮-৪৩৩ নং স্মারক, অতঃপর বিলুপ্ত স্মারক বলিয়া উল্লিখিত, বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) অধীন বাতিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে-

(ক) বিলুপ্ত স্মারকমূলে গঠিত ফাউন্ডেশন এই আইনের অধীনে বহালকৃত ফাউন্ডেশন, অতঃপর ফাউন্ডেশন বলিয়া উল্লিখিত হইবে;

(খ) বিলুপ্ত স্মারকের অধীনে গঠিত ফাউন্ডেশনের সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধাদি এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং অন্য সকল দাবী ও অধিকার ফাউন্ডেশনে হস্তান্তরিত হইবে এবং বহালকৃত ফাউন্ডেশন উহার স্বত্বাধিকারী হইবে;

(গ) বিলুপ্ত স্মারকমূলে গঠিত ফাউন্ডেশনের সকল ঋণ, দায় এবং দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি যথাক্রমে ফাউন্ডেশনের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, পক্ষে বা সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) বিলুপ্ত স্মারকমূলে গঠিত ফাউন্ডেশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা-মোকদ্দমা ফাউন্ডেশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা-মোকদ্দমা বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(ঙ) কোনো চুক্তি, দলিল বা চাকুরির শর্তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিলুপ্ত স্মারকমূলে গঠিত ফাউন্ডেশনের ও ফাউন্ডেশনের অধীন গৃহিত প্রকল্প (বাস্তবায়ন ইউনিটসহ) এবং কর্মসূচির সকল কর্মচারী ফাউন্ডেশনে বদলী হইবেন এবং তাহারা ফাউন্ডেশন কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ বদলীর পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন, ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত সেই একই শর্তে আইন দ্বারা গঠিত ফাউন্ডেশনের চাকুরিতে নিয়োজিত থাকিবেন।